ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৫০৮
আগরতলা, ১৬ জুলাই, ২০২১

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সাথে নয়াদিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

আগরতলায় এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে কমিউনিক্যাবল ডিজিজ সেন্টার স্থাপন নিয়ে গতকাল নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গতকাল নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং, কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সাথে মিলিত হয়ে রাজ্যের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন ২০১৯ সালে ত্রিপুরায় একটি এইমস ধাচের হাসপাতাল স্থাপন করার প্রস্তাব মন্ত্রকের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক 'চ্যালেঞ্জ মেথড ক্রাইটেরিয়া'-র ভিত্তিতে ২-৩টি ২০০ একর মাপের স্থান প্রস্তাব করতে বলেছিল। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরায় এইমস ধাচের হাসপাতাল স্থাপনের স্থান নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ দল পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয় এবং এখন এই কেন্দ্রীয় দল এর জন্য অপেক্ষা করছে রাজ্য। আগরতলায় এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে ৯২.০৪ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি ১০০ আসন বিশিষ্ট কমিউনিক্যাবল ডিজিজ সেন্টার স্থাপনের জন্য ১৮.০৫.২০২০ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই বিষয় নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী গতকাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেন এবং প্রস্তাবটি অগ্রাধিকারের সাথে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন।

আগরতলায় অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যানসার সেন্টারে স্টেট ক্যানসার ইনস্টিটিউট স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পটি এন এইচ এম-এর টার্শিয়ারি ক্যানসার কেয়ার সেন্টার স্কীম অব এনপিসিডিএস (ন্যাশন্যাল প্রোগ্রাম ফর প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অব ক্যানসার, ডায়বেটিস, কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিসেস এন্ড স্ট্রোক)-এর আওতায় অনুমোদিত হয়েছিল। প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ ধার্য্য হয়েছিল কেন্দ্রীয় অংশ ১০৮ কোটি টাকা ও রাজ্য অংশ ১২.০০ কোটি টাকা মিলিয়ে মোট ১২০.০০ কোটি টাকা। অনুমোদিত ১২০.০০ কোটি টাকার মধ্যে মন্ত্রক প্রথম ধাপে ৮১.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুরি দেয় যার মধ্যে ৭৩.৩৫ কোটি ছিল কেন্দ্রীয় অংশ এবং ৮.১৫ কোটি ছিল রাজ্যের অংশ। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অংশের ৫৫.০০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। বাকি ১৮.৩৫ কোটি টাকাও শীঘ্রই পাওয়া যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর কাছে। তিনি আরও জানান যে, দ্বিতীয় ধাপের ৩৮.০০ কোটি টাকার মঞ্জুরিও বাকি রেখেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, মন্ত্রকের সহায়তায় এন এইচ এম-এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ন্যাশন্যাল এম্বুল্যান্স সার্ভিস চালু করা হয় যা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে।

*****২য় পাতায়*

বর্তমানে রাজ্যে ৫০টি বেসিক লাইফ সাপোর্ট এম্বুল্যান্স চালু রয়েছে যার মধ্যে ইমারজেন্সি মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান রয়েছে এবং আইউসোর্সিং মডেলে ১০২ নম্বর দিয়ে চব্বিশ ঘন্টার কল সেন্টার চালু রয়েছে। এন এ এস বাস্তবায়ণের মডেল-এ পরিষেবা প্রদানকারীকেই সমস্ত রকমের বড় ধরণের ব্যয় (অ্যাম্বুল্যান্স ক্রয়) এবং পরিচালনা বাবদ ব্যয় যেমন অ্যাম্বুল্যান্স মেরামত, মানব সম্পদ কল সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার ব্যয় বহন করার কথা। এন এ এস-এর প্রতিটি অ্যাম্বুল্যান্স বাবদ প্রতি মাসে খরচ হয় ২.৯৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু ২০২১-২২ অর্থ বছরে আর ও পি-তে প্রতি অ্যাম্বুল্যান্স বাবদ মাসিক ব্যয় ধার্য্য করা হয় ১.৪০ লক্ষ টাকা এবং এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের কাছে জানানো হয় সংশ্লিষ্ট এজেন্সির কাছে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার পর। যার ফলে অ্যাম্বুল্যান্সগুলিকে কাঙ্খিত রূপে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কল নেওয়া হচ্ছে না, অ্যাম্বুল্যান্স বেশি দূরে পাঠানো যাচ্ছে না ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। রাজ্য সরকারের কাছে বর্তমানে নিজস্ব অর্থ দিয়ে এন এ এস চালু রাখার সামর্থ নেই। তাই মুখ্যমন্ত্রী এন এ এস চালু রাখতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে এন এইচ এম-এর আওতায় অতিরিক্ত ৯.২০ কোটি টাকা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরাতে ৪৫ উর্দ্ধ বয়সীদের ৯৯ শতাংশ কোভিড ভ্যাকসিনেশন হয়েছে এবং ১৮-৪৪ বছর বয়সীদের মধ্যে যোগ্য সুবিধাভোগীদের ৫২ শতাংশ প্রথম ডোজ পেয়েছে। ২১ এবং ২৩ জুন, ২০২১ তারিখে রাজ্য এক বিশেষ ড্রাইভে ৩.৪৮ লক্ষ জনকে কোভিড ভ্যাকসিন দিতে সক্ষম হয়। করোনা মহামারিকে রুখতে বিশেষ ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ সহ বহু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু ভ্যাকসিন প্রাপ্যতা একটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাকে অতিরিক্ত ভ্যাকসিন দিতে অনুরোধ জানান যাতে সেপ্টেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে ১০০ শতাংশ ভ্যাকসিনেশন সম্ভব হয়। তিনি ইমারজেন্সি কোভিড রেসপন্স প্ল্যান এর আওতায় অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করার অনুরোধ করেন এবং বলেন, এখন পর্যন্ত ২০২০-২১ অর্থ বছরে রাজ্য ২৪ কোটি টাকা পেয়েছে যার ৫০ শতাংশ ইতিমধ্যে ব্যয় হয়েছে এবং প্রায় ৪০ শতাংশ অর্থ বিভিন্ন পাওনাদারকে প্রদানের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তিনি ত্রিপুরাকে এই প্রকল্পে আরও বেশি অর্থ দিতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রাজ্যকে সমস্ত সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন।

কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, পরীক্ষামূলকভাবে চালু সোনামুড়া দাউদকান্দি জলপথকে নিয়মিতভাবে চালু করতে শ্রীমন্তপুরে একটি স্থায়ী জেটি তৈরী করতে হবে। সম্প্রতি জানাগেছে এই প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। ডিপিআর তৈরীর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে যাতে তাড়াতাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করা যায়। তিনি বলেন, গোমতী নদীর বিভিন্ন জায়গায় নাব্যতা কম থাকাতে জনযানের চালচলের জন্য নদীর নাব্যতা বাড়াতে হবে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনুসারে ১০ লক্ষ কাম বালি সরাতে হবে। যার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে অনুরোধ জানান তিনি। তাছাড়া সোনামুড়া দাউদকান্দি রুটে এমন বহু সেতু রয়েছে যেগুলির উচ্চতা কম হওয়াতে বড় আকারের জলযান চলাচল সম্ভব নয়। এরকম কিছু সেতুর উচ্চতা বাড়াতে হবে। এলাহাবাদ-হলদিয়া-সোনামুড়া প্রটোকল রুটেও পরীক্ষামূলকভাবে জলযান চালানো বাকি রয়েছে। এই রুট চালু হলে উত্তর ভারত থেকে ত্রিপুরাতে মালপত্র পরিবহণের খরচ কমে যাবে। কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে সম্ভাব্য সমস্ত সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন আলোচিত বিষয়গুলির ব্যাপারে।

****৩ এর পাতায়

গতকাল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আর্থ সামাজিক কাস্ট সেনসাস অনুযায়ী তৈরী অপেক্ষমান তালিকার ১.৫৯ লক্ষ সুবিধাভোগীকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অন্তর্ভুক্ত করতে রাজ্যের জন্য ১.৫৯ লক্ষ ঘর অনুমোদন করা হয়। কাঁচা ঘর-এর নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী আর্থ সামাজিক কাস্ট সেনসাসের তথ্যে ২.৮০ লক্ষ পরিবারকে পিএমএওয়াই এর যোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের সমীক্ষায় তার মধ্যে ৭০,৮৬৭ পরিবারকে অযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়। আর্থ সামাজিক কাস্ট সেনসাসের সমীক্ষা ২০১১ সালে করা হয়েছিল এবং ২০১৫ সালে পূর্বতন সরকারের আমলে তা চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু আবাস প্লাস - এর ড্যাটা তৈরী করা হয়েছে ২০১৮ সালের সমীক্ষা, দাবি আপত্তি ইত্যাদি নিষ্পত্তির ভিত্তিতে। তাই জনগণের দাবি হচ্ছে আবাস প্লাস এর তথ্য অনুযায়ী ঘর মঞ্জুর করতে এবং এতে ২.৭৩ লক্ষ পরিবার তালিকাভুক্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' নীতির সমর্থনে আর্থ সামাজিক কাস্ট সেনসাসের সমীক্ষায় অযোগ্য বলে চিহ্নিতদের ঘর আবাসপ্লাস ড্যাটা অনুযায়ী যোগ্যদের প্রদানের অনুরোধ জানান। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাতে পি এম জি এস ওয়াই সড়কের মেরামত বাবদ খরচ বছরে ২০২ কোটি টাকা। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের রাজ্য অনুযায়ী সুপারিশ অনুসারে এই খাতে ত্রিপুরার বছরে ১০০ কোটি টাকা পাওয়ার কথা। পি এম জি এস ওয়াই-এর অন্তর্গত নির্মিত সড়ক নেটওয়ার্ক মেরামতের জন্য অনুদান যথাশীঘ্র সম্ভব প্রদান করতে অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় এসব বিষয়ে সহায়তার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বৈঠকে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন এবং মিড-ডে-মিল প্রকল্পে অতিরিক্ত মঞ্জুরী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০০১-০২ অর্থ বছরে ত্রিপুরায় সর্বশিক্ষা অভিযান চালু হয়েছিল এবং ২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২ সময়ে ৫,৬৯১ জন চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। বর্তমানে পূর্বতন সর্বশিক্ষার ৫,১৩২ শিক্ষক মিলিয়ে সমগ্র শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ৫,৩৭৪ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। ২০১৬ সালের এক রীট পটিশনের রায় দিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্ট ২৩-০২-২০২১ তারিখে সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের রেগুলার পে স্কেল, অন্যান্য সুবিধা যেমন ফিক্সেশন, পেনশন ইত্যাদি দিতে নির্দেশ দেয়। গোমতী জেলার উদয়পুরের বনদুয়ারে এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের পূর্ব হুরুয়াতে দু'টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব কেভিএস নিয়মে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রস্তাব প্রক্রিয়াকর শেষ বৈঠক এখনো হয়নি। তিনি এব্যাপারে তাড়াতাড়ি বৈঠক করে দুটি প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানান কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় মার্চের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর , ২০২০ পর্যন্ত বন্ধ ছিল। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রকের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত সরকারি ও সরকারি সহায়তায় পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের খাদ্য সুরক্ষা ভাতা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীও আলোচিত বিষয়ে সহায়তার আশ্বাস দেন।

*****